যুগান্তর

তারিখ 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

লালমনিরহাটে পরীক্ষা দিতে পারছেন না ২৯ শিক্ষার্থী

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

শিক্ষা নিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে এ বছর ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না ২৯ শিক্ষার্থী। ফলে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে দুই বছর হারিয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছে তারা। শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতারণার এই ঘটনা ঘটেছে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চলবলা ইউনিয়নের বারাজান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেখান থেকে আসন্ন ১৬ জুনে কারিগরি বোর্ডের চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা ছিল ওই ২৯ শিক্ষার্থীর।

বারাজান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে প্রতারণা

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বৈধ কোনো কাগজপত্র না থাকায় তাদের ফরম পূরণ হয়নি বলে জানা গেছে।

এদিকে ওই প্রতিষ্ঠানের হোস্টেল থেকে সোমবার বিকালে পুলিশের সহযোগিতায় নিজেদের বইপত্রসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ফেরত পেয়েছে শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে লালমনিরহাটের বারাজান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থী ভর্তির কোনো অনুমতি না পেলেও স্বল্পমূল্যে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে পড়াশোনা জন্য ২০১৪ সালে ২৯ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি হন। পরবর্তীতে ওই সব শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৮ জনকে জেলার বড়বাড়ি হালিমা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন করান বারাজান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ। বাকিদের কাছে অর্থ নিলেও রেজিস্ট্রেশন করানো হয়নি বলে জানা গেছে।

শিক্ষার্থীদের ভাষ্য মতে, ৩টি সেমিস্টার পরীক্ষা নিজ প্রতিষ্ঠানে হলেও ৪র্থ সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা হয় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে। কিন্তু তা রশিদমূলে ফরম পূরণ ও সেমিস্টার ফি নিয়ে স্ক্যান করা ভুয়া প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। তবে অবশেষে ওই প্রতিষ্ঠানটির এমন প্রতারণা ধরা পরে ফাইনাল (৪র্থ সেমিস্টার) পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিয়ে। প্রথম দিকে ভর্তি দেখানো ৮ শিক্ষার্থী ফরমপূরণ না করায় বড়বাড়ি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ঠিকানায় পত্র পাঠান।

এ ব্যাপারে মিলন, জাহাঙ্গীর, মিজানুর ও প্রশান্ত কর্মকারসহ ক্ষতিগ্রস্ত অনেক শিক্ষার্থীই বলেন, 'পুলিশ এসে বইপত্র ও আসবাবপত্র ফিরিয়ে দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু প্রতারক চক্রটি যে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে আমাদের জীবন থেকে দুটি বছর নষ্ট করে দিল তার বিচার কি পাব না? তবে বারাজান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ নাজমুল হাসান দাবি করে বলেন, 'যেসব শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছে তারা এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী নয়। ওরা এ প্রতিষ্ঠানে কোচিং করতে এসেছিল।'